



রাস্তার কাজ কেন্দ্রিক তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ! (১)

শিবসেনার উদ্ধব ঠাকরের শিবির মৃত্যুঘণ্টা (১)

সল্টলেকে বিধ্বংসী আগুনের গ্রাসে কয়েকশো ঝুপড়ি! (১)

শুভ জন্মদিন
শচীন তেন্তুলকর



রাস্তার কাজ কেন্দ্রিক তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ! (১)

নিউজ ডেক্স

রাস্তার কাজ নিয়ে মেখলিগঞ্জের ভোটবাড়ির গোয়েন্দাপাড়ায় তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ। তাতে গুরুতর আহত কমপক্ষে পাঁচ রবিবার দুপুরে এই এলাকায় একটি পথশ্রেণী প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। সুন্দরের খবর অনুযায়ী, ওই রাস্তা নির্মাণের এলাকায় পঞ্চায়েত সদস্য বেগমের ঘনিষ্ঠ মজিবের রহমানের জমি ছিল। এমতাবস্থায় রবিবার তাঁর অনুমতি ছাড়াই জমির উপর দিয়ে রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়। সেই থেকেই অশান্তি শুরু।

স্থানীয় সুন্দরে জানা গিয়েছে, পথশ্রেণী প্রকল্পে দীর্ঘ এক কিলোমিটার পাকা রাস্তা নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। এদিন সকালে রাস্তার একটি বাঁকে জমি অধিগ্রহণ শুরু হলে কাজ আটকে দেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বেগমের ঘনিষ্ঠ মজিবের রহমান নামে এক তৃণমূল কর্মী। মজিবের অভিযোগ, তাঁকে নাজানিয়েই জমি দখল করে রাস্তার কাজ চলছে। সে রাস্তার নির্মাণকাজে বাধা দেওয়ায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দলবল নিয়ে আসেন স্থানীয় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি আলতাফ হোসেন। শুরু হয় দুপক্ষের বচসা। পরবর্তীতে তা হাতাহাতি ও রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়া বচসা চলাকালীন আলতাফের লোকজন বাঁশ নিয়ে মজিবের রহমান ও তাঁর লোকদের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। পালটা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন মজিবের ও তাঁর দলদল। আহত হয়েছেন খোদ মজিবের রহমান। এছাড়াও আমির হোসেন, মজিবুল হক, আলতাফ হোসেন, মোস্তাফা হক রয়েছেন আহতদের তালিকায়। তাঁর বর্তমানে জেলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হসপাতালে চিকিৎসাধীন। সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ।

শিবসেনার উদ্ধব ঠাকরের শিবির একেবারে মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দিল একনাথ শিন্দের সরকারে!

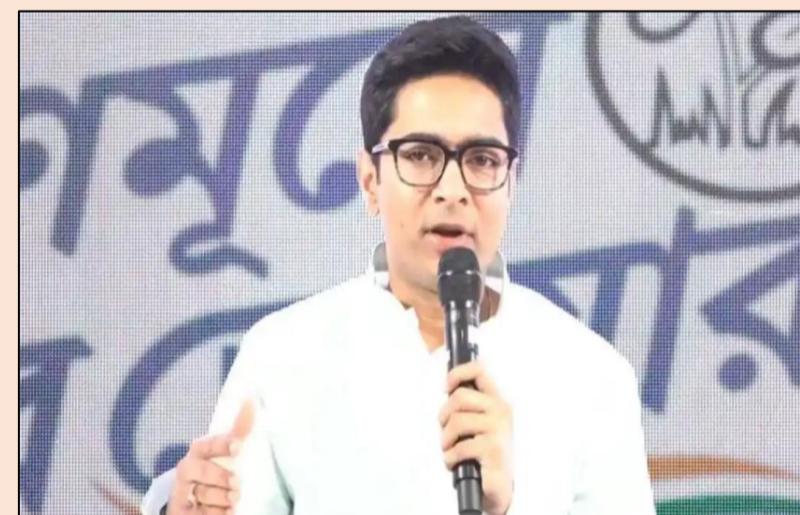
নিউজ ডেক্স

মহারাষ্ট্রে জল্লনা চলছে অনেক দিন ধরেই। রবিবার শিবসেনার উদ্ধব ঠাকরের শিবির একেবারে মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দিল একনাথ শিন্দের সরকারে। দলের শীর্ষ নেতা সঞ্চয় রাউত রবিবার সাংবাদিক বৈঠক দেকে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, পরের দিনের মাথায় পতন হবে শিন্দে-বিজেপি সরকারে।

তাঁর দাবি, বিজেপি একনাথ শিন্দেকে বলে দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর বাংলো ছেড়ে দিয়ে ব্যাগপত্র গুঁচিয়ে রাখতে সুপ্রিম কোর্টের আসন্ন রায়ে শিবসেনার শিন্দে গোষ্ঠীর ১৬ বিধায়কের সদস্যদের খারিজ হয়ে যাবে ধরে নিয়ে সরকার পতনের জল্লনা শুরু হয়েছে। এবং শিবসেনার উদ্ধব ঠাকরে। শরদ পাওয়ারের ভাইপি অজিতের এনসিপির জন্ম চল্লিশ বিধায়ককে ভাঙিয়ে এনে বিজেপি বিকল্প সরকার গড়বে, এমন চৰ্চা এখন তুঙ্গে। এনসিপির বিশ্বস্ত শিবিরের বক্তব্য, সেই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হবেন অজিত অন্যদিকে, বিজেপি শিবিরের বক্তব্য, ফের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসতে চলেছেন দলের শীর্ষ নেতা দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ। বর্তমানে উপমুখ্যমন্ত্রী ফড়ণবিশ মহারাষ্ট্রে দুবার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। গেরুয়া শিবিরের লক্ষ্য ২০২৪-



এর এপ্রিল-মে'তে লোকসভা ভোটের সঙ্গেই বিধানসভার নির্বাচন করিয়ে নেওয়া। ততদিন এনসিপির অজিত গোষ্ঠীর সমর্থনে সরকার চালাবেন ফড়ণবিশ। এছাড়া শিন্দের বিধায়কদেরও মন্ত্রিস্থ দিয়ে সমর্থন আদায়ের পরিকল্পনা সেবে রেখেছে পায় শিবির। প্রশ্ন হল, মুখ্যমন্ত্রী করা না হলে অজিত পাওয়ার কি বিজেপির সঙ্গী হবেন? মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক মহলের খবর, পরিস্থিতি যে জায়গায় গিয়েছে তাতে শরদ পাওয়ারের ভাইপোর পিছু হঠাত সুযোগ কর্ম। এনসিপির বেশিরভাগ বিধায়কই সুগার বেলট অর্থাৎ আখ চাষ এবং চিনি কারখানা বহুল এলাকার। তাঁদের অনেকের বিরুদ্ধে ইডি, সিবিআই, আয়করের তদন্ত চলছে। কেন্দ্রীয় এজেপির হাত থেকে বাঁচতে তাঁর বিজেপির হাত ধরতে মরিয়া। দিন কয়েক আগে মহাজাতের শরিক নেতাদের কাছে এই কথা বলেছেন শরদ পাওয়ারও উদ্ধব ঠাকরে কীভাবে মুখ্যমন্ত্রীর গদি ফিরে পেতে পারেন?



২৫ এপ্রিল থেকে সংযোগ যাত্রা শুরু করছে তৃণমূল কংগ্রেস। টানা ২ মাসের এই কর্মসূচিকে নেতৃত্ব দেবেন দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গের জেলা কোচবিহার থেকে এই 'তৃণমূল নবজোয়ার' নামে এই কর্মসূচি শুরু হবে।

আগামী ৩১ মে থেকে চারদিন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জেলায় চলবে এই কর্মসূচি। এই কর্মসূচি ঘিরে জেলাজুড়ে উন্মাদনা তুঙ্গে।



জমির খাজনা জমা দেওয়ার পদ্ধতি আরও সহজ করলো রাজ্য সরকার

নিউজ ডেক্স

আরও সহজ করা হল জমির খাজনা জমা দেওয়ার পদ্ধতি। আর সেটা করে দেখাল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। এবার থেকে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র বা BSK থেকেই জমা দেওয়া যাবে জমির খাজনা। রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে রয়েছে অন্তত একটি করে BSK। তাই গ্রামীয় এলাকায় যারা বসবাস করেন তাঁর খাজনা দিতে চাইলে ওই সব BSK-তে গিয়ে পরিষেবা নিতে পারবেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এবং সেখান থেকেই রাজ্যের কোষাগারে খাজনা জমা দিতে পারবেন। বর্তমান ব্যবস্থায় শুধু মাত্র অনলাইনেই খাজনা জমা দেওয়ার সুবিধা রয়েছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। জেলাগুলিতে দেখ যাচ্ছে রাজে রাজে বিএলআরও অফিসের কাছে গজিয়ে ওঠা কম্পিউটার সেন্টারে গিয়ে অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করে খাজনা জমা দিতে হচ্ছে গ্রামের মানুষদের। এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও বিস্ত অভিযোগ জমা পড়ে। কার্যত সেই জায়গা থেকেই তাঁর সরকার এবার এই উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ করল।

সল্টলেকে বিধ্বংসী আগুনের গ্রাসে কয়েকশো ঝুপড়ি!

নিঝৰ সংবাদদাতা

কলকাতা:- সল্টলেকে ঝুপড়িতে বিধ্বংসী আগুন লেগেছে। ফাল্গুনী বাজারের পিছনে ঝুপড়িতে ভয়াবহ আগুন লাগে বলে খবর মিলেছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দমকলের ১০টি ইঞ্জিন। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। রবিবার সন্ধে সাতটা নাগাদ আগুন লাগে। হাওয়ায় ক্রমশ আগুন ছড়াচ্ছে। সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হচ্ছেই এই আগুন লাগে বলে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় স্তুর মারফত খবর ফাল্গুনী বাজার নাগোয়া এই বস্তিতে প্রায় পাঁচশোর মতন পরিবাস করে। হাত্তিৎ আগুনের নেভানোর প্রচেষ্টা চালান স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপরে তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় দমকল ও বিধান নগর দক্ষিণ থানার পুলিশকে। বসতি হওয়ার কারণে আগুন নেভানে হিমাশ্রম থেকে হয় দমকল কর্মীকে, পাশপাশি একের পর এক সিলিন্ডার বিস্ফোরণ করেছে বলে জানা যায়। বেশ বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের।

এলাকাটি অত্যন্ত সংকীর্ণ হওয়ায় দমকলবাহিনীর সবকটি ইঞ্জিন পৌঁছে দান পরিবার ক্ষেত্রে। ফলে এলাকায় দশটি ইঞ্জিন থাকলেও আগুন নেভানোর কাজ করতে পারে না। আগুন হাওয়ায় থাকলে পুরুষ কাজ করে বাসিন্দারা। এরপরে তাঁর নেভানে আগুন নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে বাকি ইঞ্জিনগুলি। ফলে আগুন নেভানে অসুবিধা হচ্ছে।

দমকলমন্ত্রী সুজিত জানিয়েছেন, প্রাণ হাতে করেই দমকলকর্মীরা অত্যন্ত সাবধানে সিলিন্ডার উদ্ধারের কাজ করছেন। তাই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনন্দে দেরি হয়। তবে দ্রুত এই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে বলেও আশ্বস দেন সুজিত। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছেন বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণ এবং স্থানীয় কাউন্সিলরা।

শ্রী গোবিন্দ আচার্য

Tantra Bagish, Samudrik Ratna, Gold Medalist (Benaras)

রকমারি

সম্পাদকীয়

প্রিয় পাঠক,

অক্ষয় ততীয়া ও ঈদ ভালো ভাবে আনন্দ ও খুশির মধ্যে দিয়ে কাটল, আবহাওয়া যদিও কিছুটা উগ্রভাব কাটিয়ে নরম মনোভাব দেখিয়েছে, কিন্তু বৃষ্টির যে আশা দিয়েছিল বা স্বত্তির কালবেশাখীর দেখা অন্তত কলকাতা বাসী দেখতে পাইনি। আশায় আছি কবে আসবে সেই কাঞ্চিত বৃষ্টি ও বড়ো হাওয়া, এখন তারই অপেক্ষা। এবার আসি একটি সাম্প্রতিক খবরে, এই মুহূর্তে পৃথিবীতে আমাদের দেশ সবার প্রথমে, এক নষ্টবে। না চমকাবেন না, সত্যি এই খবর, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বাণিজ্য, ক্রীড়ায়? না এর কোনটাতেই আমরা এখনো আমেরিকা বা ইউরোপের উপরে তো দূর, ততীয় বিশ্বের দেশ চীন, জাপান কোরিয়া এদের ধারে কাছে নেই, আমরা। তবে হ্যাঁ, এই মুহূর্তে পৃথিবীর সব থেকে বেশি জন বহুল দেশের শিরোপা ভারতের মাথায়। শক্তির চীনকে পিছনে ফেলে আজ আমরা দ্বিতীয় থেকে এক নষ্টবে। এখানে মিলবে প্রচুর লেবার, সংস্থায় ফিল্ড আনফিল্ড সব ধরণের প্রযোজন। বিপণনের বড়ো বাজার। উন্নতশীল দেশগুলি আরো ঝাঁপিয়ে পড়বে তাদের পণ্য নিয়ে ভারতের বাজার ধরতে। আমাদের দেশীয় দ্রব্য মার খাবে, গড়ে উঠবে আরো শপিং মল, ছড়িয়ে পড়বে বহুজাতিক সংস্থার পণ্য। দেশীয় কারখানায় তৈরি দ্রব্য পরে থাকবে গুদামে, প্রতিযোগিতার বাজারে পিছিয়ে পড়বে দেশীয় শিল্প। আস্তে আস্তে আবার আমরা ফিরে যাব পরাধীনতার অধ্যায়ে। বিদেশ শিল্পপতি, কোম্পানী গ্রাস করবে ভারতের বাজার, ভারতের বীমা থেকে পরিবহন, জুতো থেকে টুথ ব্রাশ, সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ নেবে বিদেশি শক্তি। ফিরে আসবে নতুন কোনো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন। নিয়ন্ত্রণ করবে দেশের নীতি, লোক সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যে অশনি সংকেতের সুর শোনা যাচ্ছে তা অটুরেই প্রকট হবে।

আমরা ঘোন্তা, রোমান্স এসব ব্যাপারে খুব রক্ষণশীল, বড়ো বেশি চাপা চাপি ও লুকিয়ে রাখতে ভালোবাসি, অর্থ আমাদের দেশের লোক সংখ্যা পৃথিবীতে সর্ব প্রথম আর উন্নতশীল দেশে সবাই খোলামেলা, ঘোন্তা, রোমান্স এটা জীবনের আর পাঁচটা চাহিদা ও ঘটনার মতো স্বাভাবিক তা তারা বোঝে, এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সেটা পরিষ্কার করে আলোচনা করে, সেই জন্য তাদের লোক সংখ্যা কখনো দেশের মাথা ব্যাথা বা চিন্তার কারণ নয়। ভগবানের দান বা আল্লার দোয়া বলে তারা মুখে এক কথা বলে ভিতরে ভিতরে নোংরামি ও কার্য সিদ্ধি করে আজ ভারতকে যেন সংখ্যার এক নষ্টবে শিরোপাটা এনে দিয়েছে। এর ফলে বাড়বে দারিদ্র্য, অনাহার, অপৃষ্ঠি, শিশু মৃত্যু আরো অনেক কিছু। একশ্রেণীর মানুষ যাদের হাতে ক্ষমতা ও অর্থ আছে তারা লুটবে এই অসহায় দারিদ্র্য সাধারণ মানুষকে, বড়লোক ও ক্ষমতাশালী তাদের শ্রী'বৃদ্ধি ঘটাবে সাথে বিদেশ শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করে দেহকে ধীরে ধীরে তুলে দেবে বিদেশি শক্তির হাতে। সেই দিন আর বেশি দুরে নয়, যদি এখনো না সজাগ হয়ে প্রশাসন ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি, ধর্মীয় প্রধানরা এগিয়ে না এসে এর মোকাবিলা করেন। সঠিক নীতি আইন কর্যকর করে এই প্রবাহমান সংখ্যাকে আটকাতে হবে। তবে ভারত আমাদের স্বাদের দেশ আসন্ন পরাধীনতার হাত থেকে হয়তো মুক্তি পেতে পারে। আজ এই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, নমস্কার।

সৌমিক সান্যাল
সম্পাদক-বলো কলকাতা

ভারতের এই রাজ্য কোন টেনশন নেই সবাই সুখী

নিউজ ডেস্ক

পিয়ালী মজুমদার:- বেকারত্ব বাড়ছে দেশে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কি হবে, দেশের রাজনীতির বেহাল অবস্থা এমন নানা প্রশ্ন জর্জিরিত সবাই আমরা। হাজার খানেক চিন্তা নিয়ে দেশবাসী ঘূমাতে যায়। তবে এই দেশে এমন এক রাজ্য আছে যেখানে মানুষরা চিন্তামুক্ত হয়ে হাসিখুশি থাকেন। স্বাক্ষরতার দিক থেকেও সেই রাজ্য এগিয়ে। ভারতের মধ্যে সবচেয়ে সুখী রাজ্য হল মিজোরাম। তাদের সমাজের মধ্যে ধর্মের বর্ণের কোন ভেদাভেদ নেই।



রাজ্যের করেন। একটি সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ছয়টি বিষয়ের নিরিখে মিজোরামকে সুখী রাজ্য বলা হয়েছে। রাজ্যের বাবা মায়েরা শিশুদের পড়াশোনার উপর বেশি চাপ দেন না। সেখানে ১০০ শতাংশ মানুষই শিক্ষিত আর সেই রাজ্যের সমস্ত মানসিক অবস্থা। এই সম্প্রদায়ের



শরীর ঠাণ্ডা রাখতে মেথির জুড়ি মেলা ভার। রোজ সকালে মেথি ভেজানো জল খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে অনেকেরই বিভিন্ন ভারতীয় রান্নায় ব্যবহার করা হয় এই মশলা। এই মশলায় রয়েছে ভিটামিন কে, থায়ামিন, ফেলিক অ্যাসিড, রাইবেফ্লাইনিন, নিয়াসিন, ভিটামিন এ এবং ভিটামিন বি ৬। এ ছাড়াও রয়েছে কপার, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম, আয়রন, সেলেনিয়াম, জিঙ্ক, ম্যাঙ্গনিজ ও ম্যাগনেশিয়ামের মতো খনিজ। ওজন করাতে, শরীরের বাড়তি মেদ ঝরাতে, গাঁটের ব্যথা কম করতে, হজমক্ষমতা বৃদ্ধি করতেও দারুণ সাহায্য করে মেথি। ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতেও খেতে পারেন মেথি ভেজানো জল।



রাতে গতির ঘূম পেতে হলে এড়িয়ে চলুন

নিউজ ডেস্ক

ভারী খাবার এড়িয়ে চলুন: রাতে সবসময় হালকা খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। যদি রাতের খাবারে ভারী খাবার খান তবে তা পরিপাকতত্ত্বকে প্রভাবিত করবে এবং আপনার ঘূমকে প্রভাবিত করতে পারে। আসলে ভারী খাওয়ার ফলে পেটে ব্যথা এবং ক্র্যাম্প হতে পারে।। সেজন রাতে ভারী জিনিস যেমন বাগর, চিপস, ক্রিস্প ইত্যাদি খাবেন না।

তরল খাদ্য: রাতে তরল খাবার গ্রহণও সম্পূর্ণ পরিহার করতে হবে। আপনি যদি রাতে ঘূমানোর সময় তরল পান করেন তাহলে ঘন ঘন প্রস্তাৱ করতে হতে পারে। তাই রাতে যে কোনও সময় তরমুজ, তরমুজ এবং শসার মতো খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত।



আরিজিঃ সিংকে নিয়ে ভক্তদের উন্মাদনা, আগ্রহ কোনওটারই কমতি নেই। যদিও নিজের বিষয়ে গায়ককে তেমন কিছু বলতে শোনা যায় না। বরং খুব সাদামাটা জীবন যাপন করেন তিনি। চেষ্টা করেন নিজেকে নিয়েই থাকতে। চারিদিক ব্যালেন্স করে চলার চেষ্টা করেন তিনি। এতদিনে তাঁর গানে মুগ্ধ হয়েছে আসমুদ্র হিমাচলের মানুষ। কিন্তু তাঁর অভিনয়? এখন কি তিনি গান ছেড়ে অভিনয়ে মন দেবেন? তেমনই ইঙ্গিত দিলেন কি তিনি?



সব সময় কেন এসি চলে এটিএম রঞ্জে কারণটা জেনে নিন।

নিউজ ডেস্ক

আজকাল প্রয়োজনে এটিএম থেকেই টাকা তোলা হয় তাই খুব বেশি ব্যাংকে যেতে হয় না গ্রাহকদের। এটিএম এ গিয়ে সবাই নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন সেই রুমের ভিতর এসি চলে। কখনো কি ভেবে দেখেছেন কেন এটিএম রুমটা এসি চালায় ঠাণ্ডা রাখা হয়? অনেকে ভাবেন গ্রাহকদের জন্য এ টি এম মেশিনে এসি চালানো থাকে আসল কারণটা তা নয়। যাকেন্তে ব্যাংক গ্রাহকদের এটিএম ২৪ ঘণ্টা সাত দিন সার্ভিস দেয়। আমাদের হাতের স্মার্টফোনটা প্রায় সারাক্ষণ চলে যেকেন্তে আবহাওয়াতে। অনেক সময় প্রচলন গ্রাহকদের হাতের তালুতে রাখা হয়ে যায়। তখন সেটিকে ঠাণ্ডা না করলে বিগড়ে যেতে পারে তাই এটিএম রুমে এসি লাগানো থাকে।



টলিপাড়ার প্রথমসারির অভিনেত্রী খুতুপৰ্ণাকে নিয়ে হৈচে লেগেই রয়েছে নেটপাড়ায়। নেটদুনিয়ায় বড় তুলতে বেশ সিদ্ধহস্ত খুতুপৰ্ণা সেনগুপ্ত। একের পর এর হট ছবি শেয়ার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় সবসময়েই আলোচনার শীর্ষে রয়েছেন টলিপাড়াকা। ফের নয়া ছবি পোস্ট করে আগুন জ্বালালেন টলি অভিনেত্রী।



ভেজপুরি ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে দামি অভিনেত্রীদের তালিকায় থাকা মোনালিসা সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ সক্রিয় থাকেন। তিনি তার কিছু ফটোগ্রাফ ভক্তদের সাথে শেয়ার করেন। ভক্তরাও তাকে এক ব্লক দেখার জন্য অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করেন। এমন পরিস্থিতিতে এবার ঈদ উপলক্ষে নিজের কিছু ছবি শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী, যা তার ভক্তদের জন্য কোনো টাইটের চেয়ে কম নয়।



গরমে নাজেহাল অবস্থা, এই অত্যাচার থেকে তারকারাই বা কী করে বাদ ঘান? বিট দ্য হিট। এই বেলাই সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি পো

বেঙ্গল টুডে



**পুকুরে খননকার্য
চলাকালীন উঠে এলো
মৃত্তি! চাঞ্চল্য শালবনীতে**
তারক হরি, পশ্চিম মেদিনীপুর:- এলাকায় একটি পুকুর খননকার্য চলাকালীন উঠে এলো মৃত্তি। মনে করা হচ্ছে মৃত্তিটি প্রাচীন যুগের। এরপর গ্রামে সে খবর চাউর হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাস্থলে এসে সেই মৃত্তিকে একবার চাঞ্চল্য করতে রীতিমতে ছড়েছড়ি পড়ে যায়। ঘটনাটি ঘটে শনিবার বিকেল নাগাদ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনী ঝুকের কুতুরিয়া এলাকায়।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, শালবনী ঝুকের কর্ণগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন কুতুরিয়া গ্রাম লাগোয়া একটি পুকুরে জেসিবি মেশিন দিয়ে খননকার্য চলাকালীন একটি মৃত্তিটি পাওয়া যায়। স্থানীয়দের দাবি, ওই স্থানে আরও একটি মৃত্তি পাওয়া গিয়েছিল। অসতর্কর্তার কারণে নিম্নে একটি মৃত্তি তলিয়ে যায় বলে জানিয়েছেন তাঁরা। এ ঘটনা খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শালবনী পুলিশ। তারা এসে উদ্ধার হওয়া মৃত্তিটি নিয়ে যেতে চাইলে গ্রামবাসীরা বাঁধা দেন। এলাকাবাসীর বক্তব্য, যেহেতু গ্রামের পুকুরে মৃত্তিটি পাওয়া গিয়েছে, তাই এ মৃত্তি তাঁরা নিষ্ঠাচার মেনে পূজাচনা করতে চাই। গ্রামবাসীদের বক্তব্যের পর পুলিশ তাদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে। এরপরেই গ্রামবাসীরা ঢাক-চোল, ঘন্টা-কাশৰ বাজিয়ে তাঁরা উত্তৃত মৃত্তিটি গ্রাম লাগোয়া একটি শীতলা মন্দিরে নিয়ে গিয়ে পূজা-অর্চনা শুরু করে দেন। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, আপাতত মৃত্তিটি শীতলা মন্দিরে রেখেই পুজো করা হবে। পরবর্তীতে এলাকায় একটি নতুন মন্দির স্থাপন করে মৃত্তিটি প্রতিস্থাপন করা হবে। পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে পুকুর থেকে উদ্ধার হওয়া মৃত্তিটি কাঠের তৈরি।



**খণ্ডোষ ঝুকে
ওলাইচঙ্গী পুজো
অনুষ্ঠিত হলো**

নিজস্ব সংবাদদাতা
পূর্ব বর্ধমান:- পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডোষ ঝুকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সংলগ্ন মাঠে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে অনুষ্ঠিত হয় ওলাইচঙ্গী পুজো। এই পুজোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ আসেন। এই পুজোয় প্রায় ১০০০ থেকে ১৫০০ ভক্তের সমাগম হয়েছিল। খণ্ডোষ বিধানসভার বিধায়ক, নবীনচন্দ্র বাগ স্বপ্নবিবারে পুজোর থালা সাজিয়ে আসেন পুজো দিতে। এই পুজোর ম্যানেজার হাকু সঁতারা বলেন, মা খুব জাগ্রত বহুদুরাত্ম থেকে আসেন মানুষ পুজো দিতে। মায়ের কাছে যে যা মনকামনা করেন মা তার সব ইচ্ছে পূরণ করেন।



**মোবাইল টাওয়ার বসানোর
টোপ দিয়ে প্রতারণা!**

কল্যাণ দন্ত পূর্ব বর্ধমান:- পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরে প্রতারণার ঘটনা। মোবাইল টাওয়ার বসানোর টোপ দিয়ে অনলাইন মারফত লক্ষ্যাধিক টাকা হাতিয়ে নিল এক বাস্তি। পুলিশ সুত্রে জানা যায় ওই বাস্তির নাম অম্বতাত্ব ব্যানার্জি। তার বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার বিরাটি থানা এলাকায় বিরাটি গ্রামে। জামালপুর থানা এলাকার বাসিন্দা হায়দার আলীর অভিযোগের ভিত্তিতে জামালপুর থানার পুলিশ তাকে নোটিশ পাঠায়। তাকে ঢাক করিয়ে ওই বাস্তির কাছ থেকে সঠিক উত্তর জানতে চাওয়া হলে পুলিশের সাথে সহযোগিতা করেনি সে, তারপর জামালপুর থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে এবং তাকে বর্ধমান কোর্টে চালান করে। বর্ধমান আদালতের বিচারপতি অভিযুক্তকে সাত দিনের পুলিশ হেফজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ তদন্ত করে দেখছেন, মোবাইল টাওয়ার বসানোর পিছনে আর কারও হাত আছে কিনা।

৭১ এর যুদ্ধের সাত শহীদ বেদী অবহেলায় পড়ে থাকে সারা বছর নজরে নেই কারোরই অবশেষে প্রাক্তন সেনাকর্মী ও এক্স সার্ভিস ম্যান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা

সামন মোদক, নদীয়া:- নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জে ৭১এর ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধের শহীদরা অবহেলায়, অনাদারে পড়ে রয়েছে নজর নেই সরকারি বেসরকারি কারোরই। সংগঠনের বর্ষপূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাবিবার সকালে এতদিন লোক চক্ষুর আড়ালে থাক ৭ জন শহীদ ভারতীয় সৈনিকের সমাধিতে মাল্যদান করে শহীদ জওয়ানদের প্রতি শুদ্ধ জানালেন নদীয়ার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের কৃষ্ণগঞ্জ এলাকার প্রাক্তন সেনাকর্মী ও এক্স সার্ভিস ম্যান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। প্রাক্তন সেনাকর্মী ও কর্মজীবন থেকে অবসর প্রাপ্তদের নিয়ে এক্স সার্ভিস ম্যান অ্যাসোসিয়েশনের পথচালা শুরু হয় ২০২২ সালের ২৪শে এপ্রিল। এই প্রসঙ্গে এক্স সার্ভিস ম্যান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তথ্য অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মী সুরক্ষার ঘোষ জানান, আজ সংগঠনের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের সূচনা করা হলো ১৯৭১ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তান সৈন্যদের হাতে শহীদ হয়েছিলেন ৭ জন ভারতীয় জওয়ানের সমাধিতে মাল্যদান করে ও তাদের প্রতি শুদ্ধ জাপনের মধ্য দিয়ে পাশাপাশি এই দিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সদস্যরা। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সমাধিতে সংরক্ষণ করার বিষয়ে ভাবেননি। মানুষজনের যাতায়াত না থাকার কারণে কার্যত অনাদারে কৃষ্ণগঞ্জের খল বোয়ালিয়ামোড় এলাকায় মল্লিকদের বাগানে শহীদদের এই সমাধি স্থানটি বর্তমানে জলা জঙ্গলে আবৃত হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যেই বিষয়টি জানতে পারেন এক্স সার্ভিস ম্যান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। তৎক্ষণাত তারা নিজের উদ্যোগ নিয়ে শহীদ জওয়ানদের সমাধি স্থানটিতে ভোরে থাকা জলা জঙ্গল কেটে জয়গাটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তোলেন। এবং সংগঠনের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান উদযাপন উপলক্ষে সোমবার সকালে ওই স্থানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে শহীদ ভারতীয় জওয়ানদের মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে অবহেলায় পড়ে রয়েছে এটা ভাবতেও তার নিজেরও লজ্জা লাগে। তিনি সংগঠনের কাছে অনুরোধ করেন এই স্থানটিতে কিছু করার পরিকল্পনা করা হোক। সরকারের উচিত এই স্থানটি অবিলম্বে সংরক্ষণ করা। সেনাবাহিনীর এক কর্মী সমীর ঘোষ বলেন আমরা যখন এই স্থানটি উদ্ধার করতে পেরেছি তখন আমরা নিজেরা নিজেদের অর্থ খরচ করে এই স্থানটিকে আমরা সংরক্ষণ করবোই। মৃত্ত এই কথাই প্রতিক্রিয়া করতালি দিয়ে স্বাগত জানান।



আধিকারিকেরা। এরপর সময়ের সাথে সাথে কেটে যায় প্রায় ৫০ বছর। কালের নিয়মে শহীদ সেনা জওয়ানদের সমাধি স্থানটি চলে যায় লোক চক্ষুর আড়ালে। স্থানীয় মানুষজন এই সমাধির কথা জানলেও সেই আর্থে গুরুত্ব সহকারে কেট এতদিন সমাধি স্থানটিকে সংরক্ষণ করার বিষয়ে ভাবেননি। পাশাপাশি তারা এই জঙ্গলটি পরিষ্কার করে প্রাথমিকভাবে চুন দিয়ে শহীদ বেদী গুলো রঁই করেছেন। এজন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আক্ষেপ এর সঙ্গে বলেন যে জোয়ানরা দেশের জন্য প্রাণ দিলেন তারা যেভাবে অবহেলায় পড়ে রয়েছে এটা ভাবতেও তার নিজেরও লজ্জা লাগে। তিনি সংগঠনের কাছে অনুরোধ করেন এই স্থানটিতে কিছু করার পরিকল্পনা করা হোক। সরকারের উচিত এই স্থানটি অবিলম্বে সংরক্ষণ করা। সেনাবাহিনীর এক কর্মী সমীর ঘোষ বলেন আমরা যখন এই স্থানটি উদ্ধার করতে পেরেছি তখন আমরা নিজেরা নিজেদের অর্থ খরচ করে এই স্থানটিকে আমরা সংরক্ষণ করবোই। মৃত্ত এই কথাই প্রতিক্রিয়া করতালি দিয়ে স্বাগত জানান।



সাধুর রহস্যজনক মৃত্যু!

কৌশিক গাঙ্গুলী, বীরভূম:- বীরভূমের সিউড়ি থানার অন্তর্গত বেহীরা কালী মন্দিরে এক সাধুর রহস্য জনক মৃত্যু ঘটনার কিনারা করতে সিউড়ি থানার পুলিশ পৌঁছায় ঘটনাস্থলে রাবিবার। রহস্য জনক মৃত্যু মন্দিরের সাধুর।

ঘটনাটি ঘটে পুরন্দরপুরের বেহীরা কালী তলায়। রাবিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা দেখেন গাছে ঝুলতে সাধুকে। এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ কেট বা কারা মেরে গাছে ঝুলিয়ে দিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে সিউড়ি থানার পুলিশ আসে এবং সিউড়ি থানার পুরো বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছেন।



সর্বদা স্মরণের খোঁজে
যাদের খবর কেটি করে না তাদের পাশে আর্গারা
Follow us on -

[Facebook](#) [bolokolkata tv](#) [YouTube](#) **BOLO KOLKATA**



**তাপস সাহা এবং ইতি সাহা র নামে
বিতর্কিতমূলক সোশ্যাল মিডিয়ায়
পোস্ট করে গ**



লড়িয়ে দেওয়ার প্রতিযোগিতায় নয়, পাশে থাকার অঙ্গীকারে আমরা।

"Glorious Appreciation - Heartiest Competition"

SS ADMEDIA - presents

www.bklnetwork.in



www.bolokolkata.com

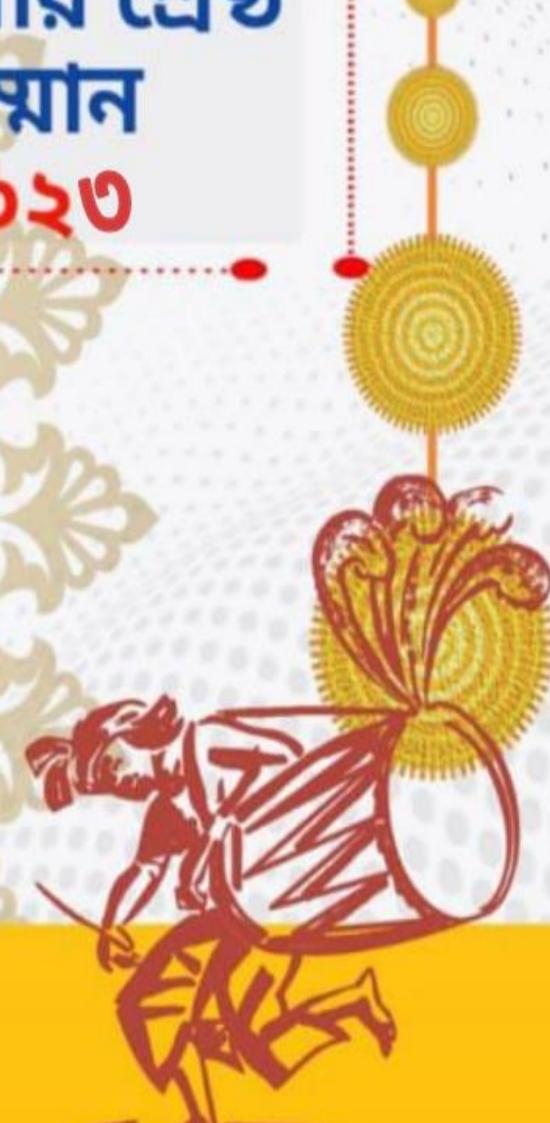
CHIEF PATRON

DEBJIT SIR

BOLO KOLKATA PARIWAR

শারদ
যোদ্ধা

মমান



FOR ENQUIRY - +918240168370

[Twitter](#) [Facebook](#) [Instagram](#) [YouTube](#) [WhatsApp](#) / bolo kolkata

SS ADMEDIA

Advertising Agency, Event Management & Travel Planner Company all over India.

Our Services

Print Media Advertisement, TV Advertisement, Radio Advertisement, Handbill Campaigning, Audio Visual Designing, Magic Programme, Advertisement Designing, Promotions, Outdoor Hoarding, Party and Event Organising, Press meet, Model Arrangement, Hotel Booking, Package tour, Still and Video Photography, Electronics media branding, digital branding, digital ad, car booking, travel planning, media coverage, air, Rail, bus ticket & etc.

Digital Media Training

News reporting, news writing, news anchoring, video editing, voice over, mobile graphics design, news reading, story writing, social media management, digital media marketing & etc...

Jadavpur, Kolkata, West Bengal
Email: ss.admediakolkata@gmail.com
Contact: 8240168370

ভাগ্য বদল নয়, ভাগ্যের বাঁধা
সরিয়ে সৌভাগ্যের দিশারী
স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত জ্যোতিষ ও বাঞ্ছবিদ
শ্রী তত্ত্বসাধক জ্যোতিষাচার্য



জ্যোতিষ ও তত্ত্বের সঠিক প্রয়োগে
আপনার যে কোন জটিল ও কঠিন
সমস্যার গ্যারান্টি সহ নিশ্চিত ও
স্থায়ী সমাধান সম্ভব।

চেষ্টা- শ্যামবাজার, কালীঘাট
বরাহনগর, ও অন্যত্র।

তারাপীঠ সহ বিভিন্ন সিদ্ধ পীঠে
তত্ত্ব ক্রিয়ায় জটিল ও কঠিন
সমস্যার সমাধান করা হয়।

9874179339 / 9433920478

সত্য নিরপেক্ষতা

পরিবর্তন

দেশের কথা, দেশের সাথে, সর্বদা সত্যের খেঁজে...
বলো কলকাতা পরিবার
+91 82401 68370

নিউজ চ্যানেলের কাজ শিখতে চান?
আমরা নিউজ চ্যানেলের কাজ শেখাই।
এখানে হাতে কলমে কাজ শেখানো হয়।
এখানে কাজ শিখতে কোন অর্থ লাগেনা।
শুধু লাগে শেখার ইচ্ছে ও সৎসাহসা।

BOLO KOLKATA TV

Helpline : **8240168370**

Company Info



BKL NETWORK

All india registered digital news media platform
Registered under MIB Gov Of India

UDYAM - WB-10-0002663

S&E - KL04362N2023000006

D.Regd.ID - 2443112416

Office : 8/1, Vidyasagar Sarani, Garfa, Jadavpur, kolkata 700078

Email : info.soumiksanjal@bolokolkata.com

Helpline : 8240168370



বলো কলকাতা

epaper.bolokolkata.com